কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনা সভা
স্থান–ফজলুল হক চৌধুরী মহিলা কলেজ
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ
তারিখ–১৭/০৪/২০১৪

১৭ই এপ্রিল ২০১৪ ইং তারিখে ময়মনসিংহ শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার উত্তরে ফুলপুর উপজেলাধীন তারাকান্দা থানায় কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন ও ফজলুল হক চৌধুরী হক কলেজের যৌথ আয়োজনে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফজলুল হক চৌধুরী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব হোসেন আলী চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মুখলেছুরন রহমান। বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন, তারাকান্দা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল জব্বার, বালিখা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ চেয়রম্যান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি জনাব শামসুল আলম, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী আলহাজ্ব মোশারফ খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ফজলুল হক চৌধুরী মহিলা কলেজসহ, তারাকান্দা বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, কৃষক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রী, প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দুপুর ১২:০০টা থেকে আরম্ভ করে আলোচনা সভাটি দুপুর ২:০০টা পর্যন্ড় চলে অনুষ্ঠানের সুন্দর সমাপ্তি ঘটে। একই অডিটোরিয়ামে ২:৫০ থেকে পূর্ব নির্ধারিত আরেকটি অনুষ্ঠান না থাকলে আলোচনা সভা যে আরো দীর্ঘায়িত হতো তা অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়। সভা শেষে কয়েকজনের মুখ থেকে এই কথাটিই বেরিয়ে আসে।

প্রথমে আলোচনার সূত্রপাত ঘটান কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের কোর মেম্বার ও ব্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব একরাম।

এরপর কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে ধারণামূলক বক্তব্য দেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন। তিনি বলেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. সেলিম রশিদ ইলিনয় বিশববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাই দেশের বাইরে থাকতে হয়, মাঝেমাঝে তিনি দেশে

আসেন । একারণে তিনি আজকে আমাদের মাঝে থাকতে পারেন নি। বাংলাদেশের আবাদী জমি নষ্ট হচ্ছে। কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে কী বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমরা। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নয়, একসাথে থাকা।

অনেকে হয়তো কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে নতুন শুনলেন। কৃষি জমিগুলো কমে যাওয়ার যে ট্রেন্ডটা লক্ষ করা যাচ্ছে, সেসব স্থানে নির্মিত হচ্ছে ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ, কারখানা তাতে কৃষি জমিগুলো শেষ হতে একশ বছরও লাগবে না। আজকে তারাকান্দার উনার ইউনিয়নে চৌদ্দটি গ্রাম আছে, উনার ইউনিয়নের চলিণ্ডশ হাজার মানুষকে যদি দুই জায়গায় বসবাস করার ব্যবস্থা করা যায়-। গবেষণায় দেখা গেছে যে, দুইশ একর জমির উপর বিশ হাজার মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা করা যায়। এখন আমরা যেভাবে এলোমেলো করে বসবাস করছি–জীবনের সাথে, শিক্ষার সাথে সম্পর্ক নাই। যে ইউনিয়ন নিচু, জলাভূমি বেশি, মৎস্য চাষ প্রধান এলাকা, জীবিকা সেখানে মৎম্য চাষ কেন্দ্রিক এবং যেখানে কৃষি কাজটাই প্রধান সেখানে এগ্রিকালচার কেন্দ্রিক কমপ্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা যায়। এসব কথা সব মানুষই বলছেন, কিন্তু কে করবে? সচেতন করার পার্ট হিসাবে আজকে আপনাদের এখানে এসেছি।
আপনারা যারা অংশগ্রহণ করেন, গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন, কমেন্টগুলো এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ হচ্ছে একটা সমাধান। আরো সহজ করে বলতে চাই, যেটা একরাম সাহেব বললেন, কৃষি জমি ১% করে চলে যাচ্ছে প্রতি বছর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পঞ্চাশ বছর পর থাকবে কি থাকবে না? আমরা কোনটা বেছে নেব?
সমাধানটা কিভাবে হবে–না হবে সেটা ভিন্ন কথা। আপনাদের কথা আমরা শুনব। আলোচনা আসুক, প্রশ্নগুলো আসুক।
কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেনের এই বক্তব্যের পরপরই শুরু হয়ে যায় মুক্ত আলোচনা পর্ব।
সবার প্রথমে আলোচনায় অংশ নিয়ে পুলক সরকার কমপ্যাক্ট টাউনশিপের কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ চমৎকার। এই উদ্যোগটা এপ্রেশিয়েট করি। তিনি মতামত ব্যক্ত করে বলেন, যারা রাষ্ট্রীয় কাজে নেতৃত্ব দেন তারা যদি এই ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে সেটা ফলপ্রসু হবে। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, যারা সরকারে আছে।
তারাকান্দা ডিগ্রী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক ইমাম হোসেন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু একটি জাতীয় সমস্যাকে যদি আমরা জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে না পারি? তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, সাংবাদিক– টিভি চ্যানেলগুলো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে যেভাবে প্রচার করেছিল এই বিষয়টাকেও যদি সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। জাতীয় আন্দোলনে যদি পরিণত করা যায়, তাহলে সমস্যাটিকে তাড়াতাড়ি মিটানো সহজ হবে।
এর পরপরই ইংরেজির প্রভাষক আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বাংলাদেশের মাটি হাইলি ফ্রাগমেন্টেড...। তিনি প্রশ্ন রাখেন, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?
তারাকান্দা ডিগ্রী কলেজের এক শিক্ষার্থী আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রশ্ন রাখেন, উদ্যোগটা চমৎকার। কিন্তু একটি গরীব রাষ্ট্রের পক্ষে কী তা চালানো সম্ভব হবে?
আদম চৌধুরী আরো কয়েকটি প্রশ্ন যোগ করেন, এখন বাড়িতে আমরা পশুপালন করি, কমপ্যাক্ট টাউনশিপের বাড়িগুলোতে কি পশুপালন-বৃক্ষরোপন করা হবে না?
এই পর্যায়ে তারাকান্দা ডিগ্রী কলেজের আরেকজন প্রভাষক অংশ নিয়ে বলেন, যারা বিভিন্ন পেশায় আছেন, সকলেরই ভূমিকা রাখার দরকার আছে। যারা নিজ নিজ পেশায় ভালো অবস্থানে আছেন।

কামাল খান আলোচনায় অংশ নিয়ে নানা আঙ্গিকের কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেন। আমরা যেদিন সেমিনার-আলোচনা করি সেদিন তা করেই শেষ করব না-কি? নাকি গ্রামে গঞ্জেও যাব? তাছাড়া গ্রামে অনেকের সাথে অনেকের ঝগড়া থাকে। সেসব ঝগড়া মিটাব কি করে?
আল মামুন একটি প্রশ্ন রাখেন, যারা অশিক্ষিত, তারা কিভাবে কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ভিতর এসে সবার সাথে তাল মিলাতে পারবে?
এরপর আরেকজন আলোচআয় অংশ নিয়ে প্রস্ড়াবনা রাখেন, এই রকম নিয়ম যদি করা যায়, কেউ ৫০ শতাংশ বা ১০০ শতাংশের জমির উপর বাড়ি করতে পারবে না। করতে গেলে সরকারের অনুমতি লাগবে। এসব যদি নিয়ম আকারে চালু করা যায় তাহলে কেউ প্রশ্ন করবে না, কেন করা যাবে না? সবাই ৫ শতাংশের নিচে বা ৩ শতাংশ জমিতে ঘর তুলবে।
ফারহানা হাসান প্রশ্ন করেন, 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ' আমাদের জন্য কি ভূমিকা পালন করবে? একটি গ্রাম বা ইউনিয়নে জেলে, তাঁতী, কুমার অনেক পেশার লোক থাকে তাদেরকে কিভাবে একসাথে কমবাইন্ড করা হবে?
মহিলা কলেজের ছাত্রী লিপা প্রশ্ন রাখেন–কমপ্যাক্ট টাউনশিপে আমরা কি নিরাপত্তামূলক জীবন-যাপন করতে পারব?
আরেকজন ছাত্রী প্রশ্ন করেন– সেখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কত হবে?

এই পর্যায়ে এসে হাউজে ওঠা বিভিন্ন প্রশ্নগুলো নিয়ে পুনরালোচনা করেন কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল হোসেন। বিভিন্নজনের করা নানা প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করেন তিনি। সেগুলোর মধ্যে যেমন ছিল–জাতীয় আন্দোলনই এটা। পরিবেশবাদী বা একটা আন্দোলন জাতীয় পর্যায়ে গড়াতে একটা সময় লাগে। সাংবাদিক আনোয়ার হোসেনের করা প্রশ্নের উত্তরে যেমন বলেন–আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। খুলনায় আউট রিচ করেছি।

এরপর এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মঞ্চে বসা তারাকান্দা ইউনিয়ন পরিষদের  চেয়ারম্যান আব্দুল জব্বার। কমপ্যাক্ট টাউনশিপ অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। যেটা অনুধাবন করেছে কমপ্যক্টি টাউনশিপ ফাউন্ডেশন, যে স্বপ্ন আমরা দেখছি। স্বপ্ন ও বাস্ড়বতা এই দুইয়ের মধ্যে 'ফারাকটুকু' খুঁজে বের করার ওপর গুর"ত্বারোপ করেন তিনি।
তিনি তার অভিজ্ঞতা সবার সাথে শেয়ার করেন। কিছুদিন আগে ভারতের দিলিণ্ডতে গেলে তিনি দেখতে পান, তাদের হাইওয়েগুলো সব ওয়ানওয়ে। তার ভ্রমণ করা ৪৫০ কিলোমিটার পথের মধ্যে কোন দোকান-পাট, বাজার দেখেন নি। সেগুলো আমাদের মতো রাস্ড়ার ওপর না। হাইওয়ে থেকে কিছুটা দূরত্বে, ভেতরে।  থেমে বিপণিবিতানের মতো সেসব স্থানে ঢুকলে টোল আদায়ের মতো ব্যবস্থা আছে। তিনি মত দেন, হাইরাইজ বিল্ডিং করলে কৃষি জমি বাঁচবে। কোন কিছুই হয় না আন্দোলন ছাড়া। আন্দোলন ছাড়া সরকার টাকা বিনিয়োগ করবে? তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ, বাল্যবিবাহ রোধ, মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতিগুলো সবার সামনে তুলে ধরেন।
এরপর বক্তব্য রাখেন বালিখা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেয়ারম্যান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শামসুল আলম। তিনি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার উদাহরণ টেনে আনেন তার বক্তব্যে, সেসব দেশও এত উন্নত ছিল না কয়েক দশক আগে।
কৃষিবিদ ড. মুখলেছুর রহমান কিছু প্রস্ড়াবনা দিয়ে বলেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ে স্ণাইড শো করলে বা ভিডিও থাকলে এর আবেদন আরও বাড়ত।

তিনিও দেশের বাইরে অধ্যয়নকালীন তার দেখা ভালো বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি যে ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন, শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটিকে কেন্দ্র করে  সেখানে ২৫হাজার লোকের বসবাস। তাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য ডাক্তার রয়েছে। সেই এলাকাটি নাগরিক সুবিধা বেইজড। বসবাসকারীদের স্বার্থেই। তারা সেটি নির্মাণ করেছে এমন জায়গায় যেটি চাষযোগ্য জমি ছিল না। উষর ভূমি ছিল পাহাড়ি ঢালে।

দু'টি সমস্যার ভিত্তিতে তিনি কমপ্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়টিকে দেখছেন বলে জানান। কালটিভ্যাবল ল্যা কমে আসছে। কৃষি জমি, অকৃষি জমি। প্রতিবছর তার কিছু আবার পতিত থাকে। সিঙ্গেল কপিং, ফসলের নিবিড়তা-ফিউটেনসি, দুই ফসলি-তিন ফসলি করা যায় কি-না সে মত ব্যক্ত করেন। থিউরিটেকেলি ১% জমি আমাদের কমছে। চিন্ড্র করতে হবে, দ্র ত নগরায়ন হচ্ছে। প্রাকৃতিকভাবে আমাদের কৃষিজমি সীমিত, লোকসংখ্যা বেশি। ঐসব সুবিধাগুলো যদি আমরা গ্রাম লেভেলে দিতে পারি।
কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ব্যাপারে তনি কয়েকটি প্রস্ড্রাব রাখেন । সেগুলো যথাক্রমে –অপরিকল্পিতভাবে আমরা যে নগরায়ন করছি তা বন্ধ করতে হবে। প্রতি জেলায় একটি মডেল করা যেতে পারে। এসকল কাজের জন্য ফান্ড লাগবে। ফান্ডের কথাও চিন্ড্রভাবনা করা। সচেততা ও মোটিভেশনের কাজ।
সবশেষে ফজলুল হক চৌধুরী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব হোসেন আলী চৌধুরী তার বক্তব্য রাখেন ও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।